ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-১৯৯৪

আগরতলা, ১৫ অক্টোবর, ২০১৯

সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের পর্যালোচনা
মহিলা ও শিশুদের রক্তাল্পতার হার কমানোর
জন্য মিশন মুডে কাজ করতে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ

মহিলা ও শিশুদের রক্তাল্পতার হার আরও কমানোর জন্য সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরকে মিশন মুডে কাজ করার নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। রাজ্য সরকার আগামী ৩ বছরের মধ্যে মহিলা ও শিশুর রক্তাল্পতার হার কমানোর যে লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে তারজন্য বিশেষ পরিকল্পনা নিতে দপ্তরকে উদ্যোগ গ্রহণ করতে বলেন মুখ্যমন্ত্রী। আজ সচিবালয়ের ১ নং কনফারেন্স হলে সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের এক পর্যালোচনা সভায় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এই নির্দেশ দিয়েছেন। সভায় সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের বিভিন্ন প্রকল্পের পর্যালোচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, রাজ্যের শিশু ও মহিলাদের রক্তাল্পতার বিষয়টি তদারকি করার জন্য প্রতিটি জেলায় জেলাশাসকদের নির্দেশ দিতে হবে। পাশাপাশি দেশের মধ্যে যে রাজ্যে মহিলা ও শিশুর রক্তাল্পতার হার কম সেই রাজ্য কি পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছে তা পর্যবেক্ষণ করে আমাদের রাজ্যেও সেই পলিসি নিয়ে কাজ করতে বলেন মুখ্যমন্ত্রী।

সভায় সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা গুনচা সানোবর বলেন, রাজ্যে বর্তমানে ৯ হাজার ৯১১টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র রয়েছে। তাতে ৩ লক্ষ ২৫ হাজার ৪১৯ জন শিশু এবং ৬৩ হাজার ৪১৫ জন গর্ভবতী মায়ের নাম নথিভুক্ত রয়েছে। অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলি থেকে শিশু ও মহিলারা ৬টি পরিষেবা পেয়ে থাকেন। সেগুলি হলো প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা, সম্পূরক পুষ্টিকর খাদ্য, টিকাকরণ, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ক শিক্ষা, স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং হাসপাতালে রেফার করা। এ প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, দপ্তরের আই সি ডি এস সুপারভাইজার ও সি ডি পি ও-দের নিয়মিত অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলি পরিদর্শন করতে হবে। এজন্য তাদের মাসিক লক্ষ্যমাত্রা স্থির করে দেওয়ার জন্য দপ্তরের সচিব চৈতন্যমূর্তিকে নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, যে সকল অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র মেরামতির প্রয়োজন তা পঞ্চায়েত উন্নয়ন তহবিলের মাধ্যমে করার উদ্যোগ নিতে হবে। এছাড়াও বিভিন্ন অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে যেসব গ্রোথ মনিটরিং ডিভাইস দেওয়া হয়েছে সেগুলি থেকে সঠিকভাবে তথ্য আসছে কিনা সে বিষয়েও দৃষ্টি দেওয়ার জন্য দপ্তরের সচিবকে নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী।

সভায় সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা জানান, রাজ্যে বর্তমানে পশ্চিম ত্রিপুরা, গোমতী, ধলাই এবং ঊনকোটি এই ৪টি জেলায় জেলা প্রতিবন্ধী পুনর্বাসন কেন্দ্র রয়েছে। বাকি ৪টি জেলায় জেলা প্রতিবন্ধী পুনর্বাসন কেন্দ্র স্থাপনের জন্য ভারত সরকারের নিকট প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। ৪টি জেলা প্রতিবন্ধী পুনর্বাসন কেন্দ্র থেকে এখন পর্যন্ত ৮৪ হাজার ৭৬ জন দিব্যাঙ্গজনকে সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়েছে এবং ২০১৮-১৯ এবং ২০১৯-২০ অর্থবর্ষে মোট ২৫৬৮ জনকে বিভিন্ন সামগ্রী প্রদান করা হয়েছে।

***২-এর পাতায়

তিনি জানান, সুগম্য ভারত অভিযান প্রকল্পে দিব্যাঙ্গজনদের চলাফেরার সুবিধার্থে ১৪টি সরকারি বিল্ডিং-এর সংস্কারের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। এরজন্য কেন্দ্রীয় সরকার থেকে প্রয়োজনীয় অর্থমঞ্জুরীও পাওয়া গেছে।

সভায় অধিকর্তা আরও জানান, রাজ্যে বর্তমানে ৩ লক্ষ ৯২ হাজার ৯৭৩ জন সুবিধাভোগী বিভিন্ন সামাজিক ভাতা পাচ্ছেন। এরমধ্যে ৩টি জাতীয় সামাজিক সহায়তা প্রকল্পে ভাতা পাচ্ছেন ১ লক্ষ ৩৮ হাজার ৭৭৪ জন এবং ৩০টি রাজ্য প্রকল্পে ভাতা পাচ্ছেন ২ লক্ষ ৫৪ হাজার ১৯৯ জন সুবিধাভোগী। এ প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সুবিধাভোগীরা যাতে সময় মতো ভাতার টাকা পান সে বিষয়ে গুরুত্ব দিতে হবে। সভায় এছাড়াও জাতীয় পুষ্টি মিশন, শিশু সুরক্ষা পরিষেবা, মহিলা সশক্তিকরণ প্রকল্প ইত্যাদি নিয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেন সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা গুনচা সানোবর।

সভায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তর শিশু ও মায়েদের শিক্ষা, পুষ্টি স্বাস্থ্য সহ বিভিন্ন বিষয়ে গুরুত্ব সহ কাজ করছে। সে সব বিষয়ে দপ্তর যে সফলতা পেয়েছে তা প্রচারের আলোয় নিয়ে আসতে হবে। পাশাপাশি দপ্তরের যে সকল প্রকল্প রয়েছে সেগুলি সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করতে দপ্তরকে আরও বলিষ্ঠ ভূমিকা নেওয়ার জন্য বলেন মুখ্যমন্ত্রী।

পর্যালোচনা সভায় মুখ্যমন্ত্রী ছাড়াও সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষামন্ত্রী সান্ত্বনা চাকমা, মুখ্যসচিব ইউ ভেঙ্কটেশ্বরলু, অতিরিক্ত মুখ্যসচিব কুমার অলক, সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের বিশেষ সচিব চৈতন্যমূর্তি সহ দপ্তরের অন্যান্য আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

*****